সপ্তম শ্রেণি ● বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ● অধ্যায়ভিত্তিক সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

অধ্যায়—২: বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

সৃজনশীল—১ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

বাংলা প্রথম মাসের প্রথম দিন। ফরিবা, রাইসা, রুপন্তি, প্রিয়তী সকলে মিলে ঠিক করে তারা রমনার বটমূলে যাবে। সকলে লাল-সাদা রঙের শাড়ি পরবে। সেখানে মেলায় গান ও কবিতা শুনবে। প্রতি বছরই এখানে অনেক মানুষের সমাগম হয়। তারা মুখোশ পরে, গায়, গান অনেকে আবার মুখে বিভিন্ন ছবি আঁকে। সারাদিন আনন্দ উচ্ছ্বাসে কাটায়।

ক. বাংলা প্রথম মাসের নাম কি?

খ. বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত কীসের উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন মেলার কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে উদ্দীপকের বর্ণিত মেলার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

১ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. বাংলা প্রথম মাসের নাম বৈশাখ।

খ. বাংলাদেশের কৃষিকাজ প্রধানত মাটি, মেঘ, রোদ, বৃষ্টি অর্থাৎ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বাংলাদেশের মাটি খুবই উর্বর। এই উর্বর মাটিতে ভালো ফসল জন্মে। ফসল ও শস্য উৎপাদনের জন্য প্রচুর বৃষ্টির পানির প্রয়োজন হয়। আবার অনেক সময় অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

গ. উদ্দীপকে বাংলার বৈশাখী মেলার কথা বলা হয়েছে।

বৈশাখী মেলা বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে হয়ে থাকে। নববর্ষকে উৎসবমুখর করে তুলতেই এ মেলার আয়োজন করা হয়। বৈশাখী মেলা এখন গ্রামীণ জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এখন এ মেলা কেবল গ্রামেই নয়, শহরগুলোতেও অত্যন্ত জাঁকজমকভাবেই হয়ে থাকে। নববর্ষের প্রথম দিনে দেশের সর্বত্রই উৎসবের আমেজে ভরপুর থাকে। ছেলেরা বাংলার লোকজ ঐতিহ্যের ধারক যেমন– কুলা, তবলা, ডুগডুগি ইত্যাদির ছবি সংবলিত পাঞ্জাবি এবং মেয়েরা লাল-সাদা রঙের শাড়ি পরে দিনটিকে বরণ করে। শহরের মেলায় উৎসবের গান ও কবিতার আসর বসে। মেলায় আসা মানুষ মুখোশ পরে গান গায়, অনেকে আবার মুখে বিভিন্ন ছবি আঁকে। তেমনি উদ্দীপকে বাংলা নববর্ষের প্রথম দিনে ফারিবা, রাইসা, রুপন্তি ও প্রিয়তী লাল সাদা রঙের শাড়ি পরে রমনার বটমূলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়। সেখানে তারা গান ও কবিতা শুনবে। কারণ মেলা উপলক্ষে সেখানে প্রতিবছর অনেক নারী-পুরুষ আসে। তারা মুখোশ পরে গান গায়, মুখে বিভিন্ন ছবি আঁকে।

তাদের এসব কার্যকলাপ থেকে এটা সহজেই বলা যায় যে, উদ্দীপকে বাংলার বৈশাখী মেলার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ঘ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে উদ্দীপকের বর্ণিত মেলা তথা বৈশাখী মেলার অবদান অপরিসীম।

বাংলাদেশে যত মেলা হয়ে থাকে তার মধ্যে উদ্দীপকে উল্লিখিত বৈশাখী মেলাই সবচেয়ে বড় এবং উৎসবমুখর। বর্তমানে বৈশাখী মেলা একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। এ দিনটা সরকারি ছুটির দিন। বৈশাখী উৎসব উদ্‌যাপন করা হয় নানা রকম সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে। এদিন রমনার বটমূলে ছায়ানটের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হয় বৈশাখী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। এছাড়াও শিশু একাডেমি, শিল্পকলা একাডেমি, উদীচীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। সারাদেশে শহরে ও গ্রামগুলোতে বৈশাখী মেলা বসে। মেলাতে বাংলা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির এক অপূর্ব সমাবেশ ঘটে। প্রায় সব মেলাতেই যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, কবিগান, কীর্তন, বাউল গানের আয়োজন থাকে। অনেক মেলাতে নাগরদোলা, ম্যাজিক, লাঠিখেলা, কুস্তি, পুতুল নাচ, বায়োস্কোপ ইত্যাদি থাকে। এগুলো সবই বাংলা সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মেলাতে কুটিরশিল্প, হস্তশিল্প ও মৃৎশিল্পের নানা জিনিস বেচাকেনা হয়। বৈশাখী মেলা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সকল ধর্মের ও বর্ণের সম্মিলিত জাতীয় উৎসব। পহেলা বৈশাখে হালখাতাও বাংলা সংস্কৃতির একটি অতি পুরাতন প্রথা। প্রকৃতপক্ষে বৈশাখী মেলা বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

সৃজনশীল—২ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

শান্তা ময়মনসিংহ অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর পরিবারের সন্তান। অন্তরা শান্তার সাথে ময়মনসিংহ তার বাড়িতে বেড়াতে যায়। সে দেখলো শান্তার বাবা শান্তার মায়ের বাড়িতে বসবাস করে। শান্তা অন্তরাকে জানালো যে সে পরিবারের ছোট কন্যা হওয়াতে বিয়ের পরও এ বাড়িতে থাকবে এবং সমুদয় সম্পত্তির মালিক হবে। শান্তারা এক সময় গাছপালা, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদির পূজা করতো। এখন তারা টিভি দেখে। তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। তাদের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা এখন ব্যাপকভাবে লেখাপড়া শিখছে ফলে তাদের খাওয়া-দাওয়া পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিরও পরিবর্তন এসেছে।

ক. 'গোপী নাচ' কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর উৎসব?

খ. 'বৈসাবি' বলতে কী বোঝায়?

গ. শান্তা কোন ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "শান্তার মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে"—বক্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

২ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. 'গোপী নাচ' ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী মণিপুরিদের উৎসব।

খ. বাংলাদেশের প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর মানুষ নাচ-গানের মধ্য দিয়ে আনন্দ-উৎসব পালন করে থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বৈশাখ সাংগ্রাই ও বিজু এ তিনটিকে সমন্বয় করে বর্তমানে সবাই একত্রে পালন করে 'বৈসাবি।'

গ. শান্তা গারো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

গারোদের সমাজ মাতৃসূত্রীয়। তাদের সমাজে মাতা হলেন পরিবারের প্রধান। সন্তানেরা মায়ের উপাধি ধারণ করে। পরিবারের সর্বকনিষ্ঠ কন্যা পরিবারে সমুদয় সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভ করে। গারো পরিবারের পিতা সংসার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকে এবং বিয়ের পর স্ত্রীর বাড়িতে বসবাস করে। গারো সমাজের মূলে রয়েছে মাহারি বা মাতৃগোত্র পরিচয়। তাই মেয়েরা বিয়ের পর নিজের বাড়িতে বসবাস করে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, শান্তার বাবা তার মায়ের বাড়িতে বসবাস করে এবং তাদের সমাজে ছোট মেয়েদের বিয়ের পর তাদের কর্তৃত্ব ও পরিচয়ে পরিবার পরিচালিত হয়।

ঘ. শান্তাদের নৃগোষ্ঠীর মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছে।

উদ্দীপকে শান্তার পরিবার এক সময় গাছপালা, সমুদ্র, পাহাড় ইত্যাদির পূজা করত। বর্তমানে তারা টিভি দেখে, তাদের এলাকার রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। শান্তারা গারো নৃগোষ্ঠীর অন্তর্গত। তাদের মতো অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর লোকেরাও তাদের জীবনযাত্রার পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। পূর্বে কৃষিতে তারা জুমচাষ পদ্ধতি ব্যবহার করত বর্তমানে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করছে। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের নিজস্ব উৎসব পালন করত। বর্তমানে তারা টিভি দেখে বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হয়। বাংলাদেশে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরা যেখানে বসবাস করে সাধারণত পাহাড়ি অঞ্চলে রাস্তাঘাটের ব্যাপক উন্নতি হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের সম্পৃক্ততা বাড়ছে। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী খাওয়া-দাওয়া ও পোশাক-পরিচ্ছদ ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রায় উন্নতি ঘটাচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, শান্তাদের মতো অন্যান্য ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীরাও তাদের জীবনযাত্রায় ব্যাপক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছে।

সৃজনশীল—৩ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আজ ঈদের দিন। মাইকেল, পাভেল বড়ুয়া ও সুমন পাল মেহেদীদের বাড়িতে বেড়াতে যায়। মেহেদীর আম্মু তাদেরকে সেমাই খেতে দেন। দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব তাদের। এ সময়ে ঝগড়াতো দূরের কথা, কেউ কাউকে না দেখলে একটা দিনও থাকতে পারেনি। তারা সবাই একটি উৎসবে যোগদান করে আনন্দে মেতে ওঠে।

ক. মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে কোনটি বড় ভূমিকা পালন করে?

খ. বাঙালি সংস্কৃতির বৈচিত্র্যতা ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে কোন বিষয়ের ভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর মাইকেল, পাভেল, সুমন ও মেহেদী ধর্মীয়ভাবে একে অপর থেকে আলাদা হলেও তাদের মূল্যবোধ একই? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৩ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. ধর্ম মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বড় ভূমিকা পালন করে।

খ. নানা ভাষাজাতির আগমনে বাঙালি সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যতা দেখা যায়। তবে পল্লি ও কৃষিপ্রধান এই দেশে গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতির প্রভাবই বেশি। আবার নদীর খেয়ালি আচরণ এবং প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য বাঙালি সংস্কৃতিকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ধর্মের ভূমিকা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ধর্ম মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা পালন করে। উদ্দীপকে দেখা যায়, ঈদের দিন মেহেদীদের বাড়িতে মেহেদীর বন্ধুরা ভিন্ন ধর্মের হওয়া সত্ত্বেও বেড়াতে যায়। তারা ঈদ উৎসবে অংশগ্রহণ করে। বস্তুত এখানে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীর সম্মেলন লক্ষ করা যাচ্ছে। ধর্ম এদেশের সংস্কৃতিতে বিশাল ভূমিকা পালন করছে। কৃষিভিত্তিক সমাজের ধারাবাহিকতায় এদেশে হিন্দু-মুসলিম এবং অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধ যাই হোক না কেন সবাই সবার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে পরস্পর মিলেমিশে এদেশের সংস্কৃতিকে পালন করছে। যার চিত্র উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ. হ্যাঁ, আমি মনে করি মাইকেল, পাভেল, সুমন ও মেহেদী ধর্মীয়ভাবে একে অপর থেকে আলাদা হলেও তাদের মূল্যবোধ একই।

বস্তুত ধর্মীয় শিক্ষা থেকেই মাইকেল, পাভেল, সুমন ও মেহেদীরা পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, সহনশীলতা প্রকাশ করেছে। ধর্ম আলাদা হলেও তাদের শিক্ষা এক। বাংলাদেশে প্রধানত চারটি ধর্মের লোকবাস করে। যে যার যার ধর্মীয় উৎসব পালন করে। তবে অনুষ্ঠান কিংবা উৎসবে সবাই সবাইকে নিমন্ত্রণ করে। সবাই এক সাথে মিলেমিশে উৎসব পালন করে। বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে এসব মানুষের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ঠিকই কিন্তু মানবিক মূল্যবোধের দিক থেকে এসব মানুষ এক। সব ধর্মের মূলশিক্ষা এটাই। বাংলার মানুষ ধর্মীয় এ শিক্ষাকেই লালন করছে যুগ যুগ ধরে। আর এ কারণেই আমি মনে করি মাইকেল, পাভেল, সুমন ও মেহেদী ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের হলেও তাদের মূল্যবোধ একই।

সৃজনশীল—৪ ■ নিচের চিত্রদুটি লক্ষ্য করো এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

চিত্র-১ চিত্র-২

ক. গ্রামীণ জীবন প্রধানত কীসের সাথে জড়িত?

খ. গ্রামীণ সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কোন দিকটি তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে উদ্দীপকের চিত্র দুটিই যথেষ্ট? যুক্তিপূর্ণ মতামত দাও।

৪ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. গ্রামীণ জীবন প্রধানত কৃষির সাথে জড়িত।

খ. মানুষ যা করে, যা বলে এমন সকল কিছুই তার সংস্কৃতি। গ্রামের মানুষ নানা ধরনের পেশার সাথে যুক্ত থাকে। আর এভাবে সে যে আচরণ করে, যা সৃষ্টি করে বা যে ভূমিকা রাখে তার একত্রিত রূপ হচ্ছে গ্রামীণ সংস্কৃতি।

গ. চিত্র-১ ও চিত্র-২ এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ধর্মের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

ধর্ম মানুষের ব্যক্তি ও সমাজজীবনে বড় ভূমিকা পালন করে। চিত্র-১ মুসলিম সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। কালে কালে এদেশে বিশাল এক মুসলিম সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে। মুসলমানদের রয়েছে নিজস্ব সংস্কৃতি। তাঁদের রয়েছে দুটি ঈদ উৎসব যেমন: ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। চিত্র-২ এ হিন্দু সংস্কৃতি তুলে ধরা হয়েছে। হিন্দুধর্মের মানুষ নানা পূজা উৎসব উদযাপন করে। যেমন: দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি। প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের ধারাবাহিকতায় হিন্দু-মুসলিম এদেশে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে আসছে। সুতরাং বলা যায় যে, চিত্র দুইটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে ধর্মের ভূমিকাকে তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ. না, আমি মনে করি বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে উদ্দীপকের চিত্র দুটি যথেষ্ট নয়।

কারণ, বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে এদেশের বসবাসকারী মানুষের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে হবে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি। তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। এর বাইরেও বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক অধিবাসী আছে যাদের ভাষা বাংলা নয়।ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া এদেশে বসবাসকারী সম্প্রদায়সমূহের প্রত্যেকের মধ্যে খাওয়া দাওয়া, পেশাক-পরিচ্ছদ, বিয়ের অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুন পালনে রয়েছে ভিন্নতা। বাংলাদেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ যার যার সংস্কৃতির আলাদা পরিচয় ধরে রাখতে পারে না। বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটতে থাকে। এই মিশ্রণ ঘটে ভাষা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, নানা উৎসব অনুষ্ঠান এমনকি ধর্ম পালনেও।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা পেতে ধর্ম যথেষ্ট নয়; বরং সংস্কৃতির অন্যান্য উপাদানগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।

সৃজনশীল—৫ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

ঘটনা-১ : নীলাদ্রি ও তার বন্ধুরা রাঙামাটি বেড়াতে গিয়ে দেখল, সেখানে একটি নৃগোষ্ঠী বিশেষ একটি ভাষায় কথা বলছে।

ঘটনা-২ : কবির পাঠ্যবই পড়ে জানতে পারে বাংলাদেশে বসবাসরত সম্প্রদায়সমূহের প্রত্যেকের খাওয়া-দাওয়া, পোশাক পরিচ্ছদ ও নিয়মকানুন পালনে রয়েছে ভিন্নতা। সে আরও জানতে পারে পাশাপাশি চলতে গিয়ে এক সংস্কৃতি আরেক সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে।

ক. মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব কী?

খ. হিন্দুধর্মের মানুষ কী কী উৎসব পালন করে?

গ. ঘটনা-১ এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কোন দিকটি নির্দেশিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ এর স্বরূপ মূলপাঠের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৫ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা।

খ. হিন্দুধর্মের মানুষ নানা দেবদেবীর পূজা করার মাধ্যমে উৎসব উদযাপন করে থাকে। যেমন : দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা, সরস্বতী পূজা, দোল পূর্ণিমা, রাস ও রথযাত্রা উৎসব ইত্যাদি। পূজা ছাড়া আরো অনেক ধর্মীয় আচার- অনুষ্ঠান থাকে হিন্দু সমাজে।

গ. ঘটনা-১ এ বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভাষার দিকটি নির্দেশিত হয়েছে।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ বাঙালি। তারা বাংলা ভাষায় কথা বলে। এর বাইরেও বাংলাদেশের কিছু সংখ্যক অধিবাসী আছে যাদের ভাষা বাংলা নয়। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমনটি উদ্দীপকের নীলাদ্রি ও তার বন্ধুরা রাঙামাটিতে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছিল। বস্তুত বাংলাদেশের অন্যতম নৃগোষ্ঠী চাকমা, মারমা, গারো, খাসিয়া, মণিপুরি, সাঁওতালদের মতো অন্যান্য সব ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষদের ভিন্ন ভিন্ন ভাষা রয়েছে। এদেশের মানুষের প্রধান ভাষা বাংলা হলেও এই ভাষার মধ্যে দিনে দিনে অনেক ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। হাজার বছর ধরে নানা জাতির মানুষ এসেছে বাংলাদেশে। তাদের ভাষার প্রভাব পড়েছে বাংলা ভাষায়। তাই বাংলা ভাষায় খোঁজ করলে পাওয়া যায় অস্ট্রিক, আর্য দ্রাবিড়, আরবি, ফার্সি, সংস্কৃতিসহ অনেক ইউরোপীয় ভাষার মিশ্রণ।

ঘ. ঘটনা-২ এ সম্প্রদায় বিচারে সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য এবং বিচিত্র সাংস্কৃতিক মিশ্রণ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

ধর্ম এবং ভাষার মতো সম্প্রদায়ের দিক থেকেও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য দেখা যায় বাংলাদেশে। এদেশের ধর্ম সম্প্রদায়গুলো ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান ছাড়াও প্রত্যেকের আলাদা সামাজিক জীবন পদ্ধতি আছে। সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে ও প্রথা পালনে এক এক সম্প্রদায়ের এক এক রীতি রয়েছে। সম্প্রদায় সমুহের প্রত্যেকের মধ্যে খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, বিয়ের অনুষ্ঠান ও নিয়মকানুন পালনে রয়েছে ভিন্নতা। এভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এদেশের নানান সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। বস্তুত এক সংস্কৃতিকে কোনো নির্দিষ্ট আরেক সংস্কৃতি প্রভাবিত করে। এই মিশ্রণ ঘটে ভাষা, খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, নানা উৎসব অনুষ্ঠান এমনকি ধর্ম পালনেও। এভাবে বাংলাদেশের সংস্কৃতিতেও নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির মিশ্রণ ঘটেছে; যা উদ্দীপকের কবির পাঠ্যবই পড়ে জানতে পারে। সুতরাং বলা যায় যে, বিভিন্ন সংস্কৃতির মিশ্রণের মধ্য দিয়ে বর্তমান বাংলাদেশে আমরা যে সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ করি তাই বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

সৃজনশীল—৬ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

চাঁনমিয়া একজন কৃষক। তিনি ট্রাক্টর দিয়ে জমি চাষ করেন। শ্যালোমেশিন দিয়ে জমিতে সেচের ব্যবস্থা করেন। তার একমাত্র ছেলে মিল্টন স্কুলে পড়ে। স্কুলভ্যানে করে সে স্কুলে যায়। চাঁনমিয়া অটোরিকশা দিয়ে প্রতিদিন বাজারে যান।

ক. গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান উৎস কী?

খ. হালখাতা বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল রূপ বিশ্লেষণ কর।

৬ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. গ্রামীণ অর্থনীতির প্রধান উৎস কৃষি।

খ. ব্যবসার মঙ্গল কামনার্থে নববর্ষের প্রথম দিন নতুন খাতায় হিসাব লিখে থাকে। এজন্য ব্যবসায়ীরা বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। যা হালখাতা নামে পরিচিত।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীবনভিত্তিক সংস্কৃতি ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশের গ্রামীণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনভিত্তিক সংস্কৃতিতে দেখা যায় এখানকার মানুষের জীবন প্রধানত কৃষির সাথে জড়িত। পূর্বে লাঙল দিয়ে মানুষ জমি চাষ করত, আর সেচ ব্যবস্থা ছিল প্রকৃতিনির্ভর। কিন্তু বর্তমানে কলের লাঙল দিয়ে জমি চাষ করা হয়। আর পানি সেচের জন্য ব্যবহার করা হয় শ্যালো মেশিন; যেমনটি উদ্দীপকের কৃষক চাঁনমিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায়। বস্তুত শহুরে সংস্কৃতির কিছু প্রভাব বর্তমানে গ্রামীণ সংস্কৃতিতে লক্ষ করা যাচ্ছে। গ্রামের মানুষ এক সময় পায়ে হেঁটে চলাফেরা করত। ছেলেমেয়েরা পায়ে হেঁটে স্কুল যেত। কিন্তু বর্তমানে রাস্তাঘাটের উন্নতি হওয়ায় গ্রামের ছেলেমেয়েরা স্কুলভ্যানে করে স্কুলে আসা-যাওয়া করে। মানুষ রিকশা, ভ্যান, অটোরিকশায়, চলাফেরা করছে। এর মাধ্যমে মূলত বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীবনভিত্তিক সংস্কৃতিই প্রকাশ পায়।

ঘ. উক্ত সংস্কৃতি অর্থাৎ গ্রামীণ সংস্কৃতি বর্তমানে শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। পূর্বে গ্রামীণ মানুষ কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু বর্তমানে মানুষ নতুন নতুন অনেক পেশার সাথে যুক্ত হচ্ছে। পূর্বে কৃষিকাজে লাঙল আর শ্রমই ছিল প্রধান হাতিয়ার। কিন্তু বর্তমানে লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর, পানি সেচের জন্য শ্যালো মেশিন ব্যবহার হচ্ছে। এক সময় গ্রামের মানুষ সাধারণ পোশাক পরত। পুরুষরা লুঙ্গি, গেঞ্জি বা ফতুয়া পরত। মেয়েরা পরত সুতির শাড়ি। কিন্তু বর্তমানে শহুরে সংস্কৃতির প্রভাবে গ্রামের ছেলের লুঙ্গি, শার্টের পাশাপাশি প্যান্ট পরছে। মেয়েরা ফ্রক, সালোয়ার-কামিজ আর শাড়ি পরছে। গ্রামের মানুষ এখন পায়ে হাঁটার বদলে রিকশা, ভ্যান, মোটর গাড়িতে চলাফেরা করছে। গ্রামীণ ঘরবাড়িতেও এসেছে নানা পরিবর্তন। এখন গ্রামে বাঁশ, ছনের ঘরের বদলে টিনের ও ইটের দালন লক্ষ করা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শহুরে সংস্কৃতির সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশের গ্রামীণ সংস্কৃতিতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে।

সৃজনশীল—৭ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মিঠুন দে মাছের আড়তদার। তিনি তার আড়তে হালখাতার অনুষ্ঠান করেছেন। হালখাতা উপলক্ষে তিনি তার আড়তকে বিভিন্ন ধরনের রঙিন কাগজ দিয়ে সাজিয়েছেন। যাদের সাথে তার ব্যবসায়িক সম্পর্ক রয়েছে সবাইকে তিনি কার্ড দিয়েছেন। তার ছেলে-মেয়েরা সবাই এ নিয়ে নানা কাজে ব্যস্ত। মেহমানরা আসছে, তিনি তাদের আপ্যায়ন করছেন। অনুষ্ঠানে বাজছে নানা ধরনের গান।

ক. পালকি কোন সংস্কৃতির উপাদান?

খ. গ্রামীণ জীবনে সামাজিক বন্ধন বেশ অটুট"—ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুষ্ঠান কোন সংস্কৃতির নির্দেশক? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উক্ত সংস্কৃতির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা কর।

৭ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. পালকি লোক সংস্কৃতির উপাদান।

খ. শহরের সংস্কৃতি অনেক দিক থেকে গ্রামের চেয়ে কিছুটা পৃথক। গ্রামের সকল মানুষ একে অন্যের খবর রাখে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তারা একত্রিত হয়। এ কারণে গ্রামীণ জীবনে সামাজিক বন্ধন বেশ অটুট। কিন্তু শহরে তা লক্ষ করা যায় না। তাই প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অনুষ্ঠান গ্রামীণ সংস্কৃতির নির্দেশক। বস্তুত হালখাতা অনুষ্ঠান গ্রামীণ সংস্কৃতির আনন্দ উৎসব ও বিনোদনভিত্তিক অনুষ্ঠানের অংশ। বৈশাখী মেলা, নবান্ন উৎসবের মতো ব্যবসায়ীদের হালখাতাও একটি অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে ব্যবসায়ীরা তাদের পুরানো বছরের সকল হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে নতুন বছর শুরু করে। খাওয়া-দাওয়া ও নানা উৎসবের মধ্য দিয়ে তারা দিনটি উদযাপন করে; যেমনটি উদ্দীপকের মিঠুন দে'র মধ্যে দেখা যায়। বাঙালিরা যুগ যুগ ধরে নানা ধরনের আনন্দ উৎসবের আয়োজন করে আসছে। কোনো অনুষ্ঠান সব ধর্মের মানুষ মিলেমিশে উদযাপন করে আবার কোনোটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষ পালন করে থাকে।

ঘ. উদ্দীপকে গ্রামীণ সংস্কৃতির বিশেষ একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। গ্রামীণ সংস্কৃতি নানা বৈশিষ্ট্যে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। বাঙালি সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বৈশাখী মেলা, নবান্ন উৎসব, ব্যবসায়ীদের হালখাতা উৎসব, নৌকাবাইচ, বিয়ে প্রভৃতি। এর অনুষ্ঠানে সব ধর্মের মানুষ অংশগ্রহণ করে এক সাথে উদযাপন করে থাকে। গ্রামে এক সময় বিনোদনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রাতভর যাত্রা, পালাগান, কবিগানের আসর। এসব অনুষ্ঠান এখন অল্প করে হলেও হচ্ছে। গ্রামের মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব হচ্ছে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহা। এছাড়া শবেবরাত, শবেকদর, ঈদেমিলাদুন্নবী এবং ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। হিন্দু সমাজের মানুষ নানা পূজার উৎসব উদযাপন করে থাকে। যেমন : দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কালী প্রভৃতি। বৌদ্ধরা বৌদ্ধপূর্ণিমা এবং খ্রিষ্টানরা ক্রিসমাস ডে বেশ জাঁকজমকের সাথে উদযাপন করে।

সৃজনশীল—৮ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

চিত্র-১

চিত্র-২

ক. কোন সমাজ থেকে লোক সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছে?

খ. লোক সংস্কৃতি বলতে কী বোঝায়

গ. চিত্র-১ শহুরে সংস্কৃতির কোন দিকটি তুলে ধরে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তুমি কি মনে কর চিত্র-১ ও চিত্র-২ শহুরে সংস্কৃতির একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

৮ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের মধ্য থেকে লোক সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়েছে।

খ. লোক সংস্কৃতি বলতে সাধারণ মানুষ ও তার সমাজের সংস্কৃতিকে বোঝায়। লোক সংস্কৃতির জন্ম সাধারণ মানুষের মুখে মুখে, তাদের চিন্তায় ও কর্মে। হাজার বছর ধরে এই সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

গ. চিত্র-১ এ বাংলাদেশের শহুরে সংস্কৃতির আনন্দ উৎসব ও বিনোদনের দিকটি তুলে ধরা হয়েছে।

শহুরে সংস্কৃতির এ দিকটির সাথে গ্রামীণ সংস্কৃতির ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। শহুরে আনন্দ উৎসব ও চিত্তবিনোদনের জন্য রয়েছে পার্ক, স্টেডিয়াম, সিনেমা হল, শিল্পকলা একাডেমি প্রভৃতি। শহরে বাস করা বিভিন্ন ধর্মের মানুষ গ্রামের মানুষের মতোই ধর্মীয় উৎসব পালন করে। এর বাইরে কোনো কোনো উৎসব শহরে ভিন্নভাবে পালিত হয়। পহেলা বৈশাখ, পহেলা ফাল্গুন বেশি জাঁকজমকের সাথে পালন করা হয়। একুশের বইমেলাও এখন উৎসবের মতো করে উদযাপিত হয়। টেলিভিশন সিনেমার পাশাপাশি মঞ্চনাটক দেখাও শহরের মানুষের একটি অন্যতম বিনোদন।

ঘ. না, আমি মনে করি চিত্র-১ ও চিত্র-২ শহুরে সংস্কৃতির একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি নয়।

কেননা চিত্র-১ শহুরে সংস্কৃতির আনন্দ উৎসব ও বিনোদনের দিকটি তুলে ধরে। অন্যদিকে চিত্র-২ শহুরে সংস্কৃতির সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জীবনভিত্তিক দিকটি তুলে ধরে। শহুরে সংস্কৃতিতে দেখা যায় একই দালানে থেকেও প্রতিবেশীদের সাথে তেমন যোগাযোগ থাকে না। শহরের শিশুরা যার যার বাড়িতে বা ফ্লাটে একা একা বড় হয়। মানুষ যার যার পেশা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। চাকরি, শিক্ষকতা, ডাক্তারি, ব্যবসা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি শহরের মানুষের পেশা। শহরের মানুষ ভাত, মাছ, মাংস খেলেও খাবারে কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে। তারা ফাস্টফুড জাতীয় খাবার বেশি খায়। পোশাক পরিচ্ছেদে শহরের মানুষের অনেক জৌলুস রয়েছে। দেশি-বিদেশি নানা ধরনের পোশাক পরে শহরের ছেলেমেয়ে পুরুষ ও মহিলারা। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, চিত্র-১ ও চিত্র-২ শহুরে সংস্কৃতির দুটি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের প্রতিচ্ছবি।

সৃজনশীল—৯ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

যুগ যুগ ধরে মানুষ সংস্কৃতিকে লালন করে আসছে। এই সংস্কৃতি এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মানুষের মুখে মুখে বলা এই সংস্কৃতির অনেক কিছুই সময়ের সাথে একটু একটু করে পরিবর্তিত হয়েছে। গ্রামীণ কৃষিজীবী সমাজের মধ্য থেকে এর যাত্রা শুরু হয়।

ক. নাখাম কী?

খ. নাপ্পি বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতবহ সংস্কৃতির উপাদানসমূহ বর্ণনা কর।

ঘ. উক্ত সংস্কৃতিতে সৃষ্ট বিভিন্ন ধারাসমূহ আলোচনা কর।

৯ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. নাখাম হচ্ছে শুঁটকি মাছ।

খ. পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর কাছে নাপ্পি অতি প্রিয় একটি খাবার। নাপ্পি হচ্ছে এক প্রকারের ছোট মাছের বা চিংড়ি মাছের শুঁটকি শুড়ো।

গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিবহ সংস্কৃতি হলো লোক সংস্কৃতি। আমাদের দেশে লোক সংস্কৃতির দুই ধরনের উপাদান লক্ষ করা যায়। যথা : বস্তুগত উপাদান এবং অবস্তুগত উপাদান। তাঁতশিল্প, শাখা বা শঙ্খশিল্প, কাঁসাশিল্প, মৃৎশিল্প, নকশিকাঁথা, বেতশিল্প, তাঁতশিল্পের চরকা, মাছধরার চাই, লাঙল, কাস্তে, নৌকা, পালকি ইত্যাদি । লোক সংস্কৃতির বস্তুগত উপাদান। এছাড়াও লোকসংস্কৃতির বস্তুগত উপাদানের মধ্যে রয়েছে লোকক্রীড়া, লোকতৈজসপত্র, লোকবাদ্য, লোকখাদ্য, লোক চিকিৎসা, লোক অলংকার ইত্যাদি। লোক সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদানের প্রধান বিষয়টিই যেন সাহিত্য। এসব সাহিত্যের লিখিত রূপ নেই। মানুষের মুখে মুখে তা ছড়িয়ে আছে। এ ধারার সাহিত্য লোকসাহিত্য নামেও পরিচিত। যেমন : লোককাহিনী বা কিসসা, লোকগীতি, লোকসঙ্গীত, প্রবাদ-প্রবচন, ডাকের কথা, খনার বচন, ছেলে ভুলানো ছড়া, ধাঁধা, লোকনাটক ইত্যাদি। এছাড়াও 'লোক উৎসব, মন্ত্রতন্ত্র ইত্যাদি লোক সংস্কৃতির অবস্তুগত উপাদান।

ঘ. উক্ত সংস্কৃতিতে অর্থাৎ লোক সংস্কৃতিতে নানাভাবে বিভিন্ন ধারার সৃষ্টি হয়েছে।

লোকসমাজে ভুতের ভয়ের অস্তিত্ব অনেক পুরাতন। মানুষ অনেক ভুতের কথা কল্পনা করেছে। যেমন : মামদো ভুত, পেঁচাপেচি, শাকচুন্নি, পেত্নি ইত্যাদি। নিঃসন্তান হিন্দু মহিলারা সন্তান কামনায় শিবের মন্দিরে পূজা দেয় আর মুসলমান মহিলারা পিরের মাজারে মানত করে ও সন্তান কামনা করে অনেক সময় গাছে সুতা বাঁধে। রোগ মুক্তির জন্য হিন্দুরা পুরোহিত এবং মুসলমানরা

পির বা মৌলভি সাহেবদের কাছ থেকে তাবিজ বা মাদুলি নিয়ে গলায়, বাহুতে বা কোমরে বেধে রাখে। লোক সমাজে বিশ্বাস রয়েছে বাচ্চার ওপর অশুভ দৃষ্টি পড়লে ক্ষতি হতে পারে। অশুভ দৃষ্টি কাটানোর জন্য তাই বাচ্চার কপালের পাশে কাজলের টিপ পরানো হয়। আবার অনেক দিন খরা হলে অর্থাৎ বৃষ্টি না নামলে কৃষক খুব চিন্তায় পড়ে যায়। বৃষ্টি নামানোর জন্য গ্রামের মেয়েরা একটি অনুষ্ঠান করে। তারা কুলা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যায়। মুখে বৃষ্টির গান গায় বা ছড়া কাটে। বাড়ির মেয়েরা কুলার ওপর পানি ঢেলে দেয়। তারা বিশ্বাস করে এভাবেই আকাশ থেকে বৃষ্টি নামবে। লোক সংস্কৃতিতে এসব ধারা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সভ্যতার অগ্রযাত্রায় এসব অনেকটাই অবিশ্বাস করা হয়।

সৃজনশীল—১০ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি আমাদের এই বাংলাদেশ। এদেশে বসবাসকারী বেশিরভাগ মানুষ বাঙালি। তবে এদেশে বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী বাস করে। তাদের আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস, ধর্ম, অর্থাৎ তাদের সংস্কৃতি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাঙালি সংস্কৃতির চেয়ে আলাদা। একদিকে বাঙালি সংস্কৃতি অন্যদিকে পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতি আমাদের এই দেশকে বৈচিত্র্যতা দান করেছে।

ক. নববর্ষের উৎসবে রাখাইনরা কোনটি ধুমধামের সাথে পালন করে?

খ. গোপী নাচ বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির লোকবিশ্বাসের দিকটি বর্ণনা কর।

ঘ. উক্ত নৃগোষ্ঠীর সংস্কৃতির পোশাক ও অলঙ্কারের দিকটি বৈচিত্র্যময়—মূল্যায়ন কর।

১০ নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর

ক. নববর্ষের উৎসবে রাখাইনরা ধুমধামের সাথে জল উৎসব পালন করে।

খ. বাংলাদেশের প্রায় সকল নৃগোষ্ঠীর মানুষ নাচ-গানের মধ্য দিয়ে আনন্দ উৎসব পালন করে থাকে। রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নাচ করা মণিপুরিদের সবচেয়ে প্রিয়। একে গোপী নাচ বলে।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নৃগোষ্ঠী অর্থাৎ চাকমা, মারমা, রাখাইন, গারো, মণিপুরি ও সাঁওতালদের মধ্যে নানা ধরনের বিশ্বাস কাজ করে। যেমন : মণিপুরি ও অন্যান্য বৌদ্ধধর্ম অনুসারী নৃগোষ্ঠীর কাছে পূর্ণিমা ও অমাবশ্যার রাত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্ণিমার রাতে এসব নৃগোষ্ঠীর লোকেরা অনেক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে। অনেক ধরনের সংস্কার তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। ওরাওঁরা বিশ্বাস করে যে, পৌষ মাসে গৃহনির্মাণ ও ছাউনি দেওয়া অকল্যাণকর। গারোদের বিশ্বাস এই যে, রাত্রে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ময়লা বাইরে ফেলতে নেই। বর্মনরা মনে করে মাঘ মাসে মূলা খাওয়া উচিত নয়। এ ধরনের বিভিন্ন লোকবিশ্বাস আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সমাজে প্রচলিত আছে।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নৃগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষ নিজেদের পোশাক নিজেরা তৈরি করে।

চাকমা পুরুষদের প্রধান পোশাক হলো লুঙ্গি ও শার্ট। মেয়েরা সাধারণত নিচের অংশে লাল ও কালো রঙের পোশাক পরে থাকে। এর নাম পিনোন। উপরের অংশে তারা এক ধরনের ব্লাউজ পরে। মারমা নারীদের পোশাককে বলে থামি। ওরাওঁরা ধুতি ও শার্ট পরে। অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ নানা ধরনের অলঙ্কার পরে থাকে। চাকমা মেয়েরা বালা, নেকলেস ও কানের দুল পরে। সাঁওতাল ও ওরাওঁ মেয়েরা হাত, গলা, কান ও পায়ের আঙুলে পরে নানা ধরনের অলঙ্কার। অতি প্রাচীনকাল থেকে ওরাওঁ মহিলাদের ব্যবহৃত অলঙ্কার হচ্ছে কানখুলি, তিপার পাতা, নলোক, নাকচনা, হাসলি ইত্যাদি। গারো নারীদের ঐতিহ্যের পোশাক দকমান্দা, দকশাড়ি ইত্যাদির পাশাপাশি রয়েছে খকানিল, রিকমাচু, পোনতাসহ হরেক রকমের অলঙ্কার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত নৃগোষ্ঠীর পোশাক ও অলঙ্কারের দিকটি বৈচিত্র্যময়।

■■■ নিজে চেষ্টা করো ■■■

সৃজনশীল—১১ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

পৌষ মাসে মিতাদের স্কুলে পিঠামেলা অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য সে হরেক রকম পিঠা তৈরি করে। তার বান্ধবীরাও নানারকম পিঠা তৈরি করে নিয়ে আসে। স্টলে এসব পিঠা প্রদর্শিত হয়। মেলায় আসা দর্শনার্থীরা বিভিন্ন স্টলের পিঠা দেখেন এবং কিনে খান।

ক. শুধুমাত্র পিঠা তৈরি ও খাওয়ার জন্য উৎসব পালন করে কারা?

খ. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা সম্পর্কে ধারণা দাও।

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন সংস্কৃতিকে নির্দেশ করা হয়েছে? বর্ণনা কর।

ঘ. উক্ত সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

সৃজনশীল—১২ ■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আফসানার বাবা বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। বাবার চাকরির সুবাদে আফসানা বহু দেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেছে। একেক দেশের মানুষের বিশ্বাস, ধর্ম, পোশাক-পরিচ্ছদ, চালচলন ইত্যাদির ভিন্নতা আফসানাকে অবাক করে।

ক. দকমান্দা ও দকশাড়ি কোন নৃগোষ্ঠীর নারীদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক?

খ. মাহারি কী? বুঝিয়ে লেখ।

গ. উদ্দীপকে আফসানার নিজ দেশে সমাজজীবনে ধর্মের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. যুগে যুগে এ দেশের মুসলমানদের অবস্থান উদ্দীপক ও পাঠ্যপুস্তক অনুসারে আলোচনা কর।